উৎপাদন করবে ঠিকই কিন্তু উৎপাদনের সবটাই তারা নিজেরা কিনবে না। তাদের নিজেদের ফসল বিক্রি করতে হবে কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাছে অথবা অ-কৃষিক্ষেত্রে। ভারতের মতো শিল্পে অনুন্নত দেশে অ-কৃষিক্ষেত্র বা শিল্পক্ষেত্র বিশেষ বিকাশ লাভ করেনি। ফলে, অ-কৃষিক্ষেত্র থেকে খুব বেশি চাহিদা আসবে না। আবার, কৃষি শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ায় এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় কৃষিক্ষেত্রের মধ্যেও দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এভাবে ভারতের মতো শিল্পে অনগ্রসর অর্থনীতিতে যন্ত্রভিত্তিক বৃহৎ জোতের চাষ ব্যবস্থার প্রচলন করলে কৃষিক্ষেত্রে বাজারের সমস্যা দেখা দেবে। অর্থাৎ কৃষিজাত পণ্যের বাজার সঙ্কুচিত হয়ে আসবে এবং অধিক মাত্রায় উৎপাদন করলেও এই বাড়তি উৎপাদন বিক্রি করা সম্ভব হবে না।

উপরে যে তিনটি প্রতিবন্ধকের কথা বলা হ'ল এই তিনটি প্রতিবন্ধকের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক বড় জোতের মডেল গ্রহণ করা ভারতের মতো শিল্পে অনগ্রসর দেশের পক্ষে সম্ভব হবে না। ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক বৃহৎ জোতের মডেল গ্রহণ না ক'রে ভারতের উচিত সমবায় চাষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সমবায় চাষের মাধ্যমে কৃষির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ভারতে যে ছোটো জোতভিত্তিক ও ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে তা থেকে সরে আসা দরকার। ক্ষুদ্র চাষি কৃষিকার্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। তারা চাষবাস করে মূলত পরিবারের ভরণপোষণের জন্য। ফলে কৃষি জীবনধারণের স্তরে (subsistence level) আটকে থাকে। এই অবস্থা থেকে কৃষির উত্তরণ ঘটাতে গেলে ধনী চাষির উদ্‌বৃত্ত জমি প্রান্তিক চাষি ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন করলে চলবে না। সেই উদ্‌বৃত্ত জমিতে সমবায় চাষ প্রবর্তন করতে হবে। তাতে যান্ত্রিক কৃষির ও আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা পাওয়া যাবে। জোতের খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার সমস্যাও দূর হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে সমবায় চাষ প্রসারের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

6.8. *ভারতে কৃষির উন্নয়নের জন্য গৃহীত কৌশল*
Strategy of Agricultural Development in India

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হওয়ার আগে ভারতে কৃষির অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। কৃষির উৎপাদনশীলতা ছিল খুব কম। কৃষকদের জোতের নিশ্চয়তা ছিল না। প্রকৃত চাষি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নয়নের জন্য কোন্ কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই কৌশল কতদূর কার্যকরী হয়েছে সেটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের জন্য যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতে ছোটো চাষির মালিকানাভিত্তিক ছোটো জোতের মডেল গড়ে তোলাকেই লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের মতো পুঁজিবাদী বৃহৎ খামার এখানে মডেল হিসেবে গৃহীত হয়নি। আবার, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক যৌথ খামারের মডেলও এখানে গ্রহণ করা হয়নি। পরিবর্তে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে ছোটো চাষির মালিকানাভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা (system of peasant farming)। ছোটো জোত গড়ে তোলার জন্যই জোতের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। উদ্বৃত্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ ক'রে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করছে। তবে ছোটো জোতের মডেল গ্রহণ করা হলেও বড় জোত যে কাম্য, সে কথা পরিকল্পনাতে স্বীকার করা হয়েছে। বড় জোত গড়ে তোলার জন্য সরকার কোনো বলপ্রয়োগ করতে রাজি নয়। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ ক'রে বৃহৎ জোত গড়ে তোলার পক্ষপাতীও সরকার নয়। বরং, সরকারের লক্ষ্য হ'ল চাষিদের বুঝিয়ে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সমবায় কৃষি খামার গড়ে তোলা। এই সমবায় খামারে বৃহৎ জোতের সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে। আবার, ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ না ঘটিয়েও এই ধরনের বৃহৎ জোত গঠন করা যাবে।

ছোটো জোতভিত্তিক ও ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা এখন আলোচনা করা যেতে পারে। ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনাতে চারটি উপায় বা অস্ত্র গৃহীত হয়েছে। সেগুলি হ'ল :

(1) ভূমি সংস্কার, (2) কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার (3) কৃষিপণ্য বিপণনের ব্যবস্থা এবং (4) কৃষিতে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা।

ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার মধ্যে আছে জমিদারি প্রথার বিলোপ, মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ, জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন, খাজনার হার নিয়ন্ত্রণ, প্রজা উচ্ছেদ বন্ধ প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন।

কৃষি প্রযুক্তির উন্নতির জন্য গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে আছে ঃ উন্নত জাতের বীজ প্রচলন, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, জলসেচের ব্যবস্থা করা, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা, কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা প্রভৃতি।

বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে আছে ঃ কৃষিজাত দ্রব্যের নিম্নতম পরিপোষক মূল্যের ব্যবস্থা করা, নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন করা প্রভৃতি।

সবশেষে, কৃষিতে অর্থসংস্থানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে রয়েছে ঃ সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন, মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকগুলির শাখা স্থাপন, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন, গ্রামের দুর্বলতর লোকেদের স্বল্প সুদে ঋণদান প্রভৃতি।

ভূমি সংস্কার, কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন, বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি এবং অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা এই চারটি হল হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের সাহায্যে যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেই লক্ষ্য হল ছোটো জোতগুলিকে লাভজনক করে তোলা এবং এইভাবে কৃষির উন্নতি ঘটানো।

এবার দেখা যাক এই লক্ষ্যগুলি কতদূর পর্যন্ত পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রথমেই ধরা যাক ভূমি সংস্কারের কথা। ভূমি সংস্কারের জন্য সব রাজ্যেই নানা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। জমিদারি প্রথা রদ করা হয়েছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ করা হয়েছে। জোতের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, এই সমস্ত আইন বলবৎ করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে উদ্‌বৃত্ত জমি সরকারের হাতে নেওয়া হয়নি। আবার অনেক ক্ষেত্রে উদ্‌বৃত্ত জমি বিলি করা হয়নি। প্রজাদের বা ভাগচাষিদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা হলেও সেই আইন বলবৎ করার চেষ্টা হয়নি।

কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা যথাযথভাব কার্যকরী না হওয়ার জন্য নতুন প্রযুক্তির সুযোগ শুধুমাত্র বড় জোতের মালিকরাই গ্রহণ করতে পারছে। ছোটো জোতের মালিকরা নতুন প্রযুক্তির সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারছে না। এর ফলে কৃষি প্রযুক্তির সাহায্যে বড় চাষিরাই বেশি লাভবান হচ্ছে। ছোটো চাষিদের বেশি লাভ হয়নি। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি এইভাবে গ্রামাঞ্চলে আয় বৈষম্যকে আরও বেশি বাড়িয়ে তুলেছে।

আবার, বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও এখনও পর্যন্ত কৃষিপণ্যের জন্য ভালো বিপণন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। দালাল বা ফড়েদের বাজার থেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। এখনও কৃষকরা তাদের উৎপন্ন শস্য মজুত করতে পারে না। এখনও ফসল ওঠার অব্যবহিত পরেই কৃষকরা তাদের ফসল কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। নিয়ন্ত্রিত বাজার খুব বেশি গড়ে ওঠেনি।

কৃষিক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের বিষয়টি বিচার করলেও দেখা যাবে যে, এ বিষয়েও সরকারি তৎপরতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এখনও গ্রামাঞ্চলে মহাজনদের আধিপত্যই রয়েছে। ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগত উৎস থেকে বড় চাষিরাই ঋণ পেতে পারছে। ছোটো চাষিদের ঋণের জন্য এখনও সেই মহাজন বা সম্পন্ন চাষিদের উপরেই নির্ভর করতে হয়। ব্যাংক ব্যবস্থা বা সমবায় ঋণদান সমিতি যথেষ্ট প্রসার লাভ করেনি।

এই বিফলতা কয়েকটি কারণে দেখা দিয়েছে। ***প্রথমত,*** দেশের শাসকবৃন্দ অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই উপায়গুলি প্রয়োগের ব্যাপারে ততটা আগ্রহী হননি। ফলে, আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, কিন্তু শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে সেই আইনকে বলবৎ করা হয়নি। সদিচ্ছার অভাবই এর অন্যতম কারণ। ***দ্বিতীয়ত,*** কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন ক'রে ভূমি সংস্কার কার্যকর করা সম্ভব নয়। আইন প্রয়োগ করার মালিক যাঁরা, সেই প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই ধনী ভূস্বামী পরিবার থেকে আসছেন। তাঁরা স্বভাবতই নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। যদি ভূমিহীন চাষি বা ক্ষেতমজুরদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের হাতে এই আইনগুলি কার্যকর করার ক্ষমতা দেওয়া যায়, তবেই এগুলি রূপায়িত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যেতে পারে। যদিও আমরা দেখেছি যে, পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ছোটো জোতভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোনো বিশেষ তাগিদ বা প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছিলেন দেশের উৎপাদন বাড়াতে। দেশের খাদ্যাভাব অবিলম্বে

দূর করা, আমদানি কমিয়ে ফেলা এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা—এটিই ছিল লক্ষ্য। সেজন্য নতুন প্রযুক্তির উপায়টি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ভূমি সংস্কারের উপায়টি কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এইজন্যও বলা যেতে পারে যে, ভারতে ছোটো জোতভিত্তিক কৃষি সম্পূর্ণরূপে গড়ে ওঠেনি। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোগত পরিবর্তন না এনে পরিমাণগত পরিবর্তনকেই প্রধান বলে মনে করেছেন। কাঠামোগত পরিবর্তন হলে তবেই ছোটো জোতভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু সেই পরিবর্তন না এনে শুধুমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তন অর্থাৎ মোট উৎপাদন বৃদ্ধির উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সেজন্যই আমরা বলতে পারি যে, পরিকল্পনাকালের ঘোষিত লক্ষ্য পূরণ হয়নি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিতর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিতর্কের বিষয় হল, কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভূমি সংস্কার বেশি গুরুত্বপূর্ণ, না উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আমরা আগেই বলেছি, আমাদের পরিকল্পনায় কৃষি প্রযুক্তিকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং ভূমি সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ না করেই উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই বিতর্কের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কোনো দিকই একেবারে সঠিক নয়। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ভালোভাবে প্রয়োগ করতে গেলে কিছু কিছু ভূমি সংস্কার করতেই হবে। যেমন, যদি জোতের আয়তন বড় না করা যায়, যদি বিক্ষিপ্ত জোতগুলিকে একত্রিত না করা যায় তাহলে ট্রাক্টর দিয়ে কীভাবে চাষ করা যাবে? আবার, যদি মালিকানা বা প্রজাস্বত্ব স্থায়ী না করা যায় তাহলে চাষি কেন জমির স্থায়ী উন্নতি ঘটাতে চাইবে? সুতরাং, কৃষির উন্নতির জন্য ভূমি সংস্কার এবং নতুন প্রযুক্তি দুটিই দরকার এবং দুটিই পরস্পর নির্ভরশীল। একটির বদলে অপরটিকে নেওয়া যায় না। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য তাই উপযুক্ত ভূমি সংস্কার প্রয়োজন।

6.9. *পরিকল্পনাকালে ভারতে কৃষির উন্নতি*
Agricultural Development in India during the Plans

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য প্রথম পরিকল্পনা থেকেই নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা জানি, পরিকল্পনাকালে ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ছোটো জোতের মডেল গড়ে তোলাকেই লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরা হয়েছে। ছোটো জোতের এরূপ কৃষির উন্নয়নের জন্য মূলত চারটি উপায় বা অস্ত্র গৃহীত হয়েছে। সেগুলি হ'ল ঃ (*i*) ভূমি সংস্কার, (*ii*) কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, (*iii*) কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি এবং (*iv*) কৃষিতে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা। এই অস্ত্রগুলির সাহায্যে সরকার কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করেছে। সেই উদ্দেশ্যগুলি হ'ল ঃ কৃষি উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ কমানো এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে আয় বণ্টনের বৈষম্য কমানো। কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হ'ল ঃ পতিত জমি উদ্ধার, জলসেচের প্রসার, উন্নত বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার প্রভৃতি। এছাড়া, ভূমি সংস্কার, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি এবং কৃষিতে অর্থ সংস্থানের দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন কীরূপ বেড়েছে সেটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

1. প্রথম পরিকল্পনাকালে (1951-56) কৃষির উন্নতি ঃ প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের প্রায় 42% কৃষি, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা হয়। কৃষি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সমগ্র পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদন 18% বেড়েছিল যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল 12%। খাদ্যশস্যের উৎপাদন 30% বাড়ে।

2. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে (1956-61) কৃষির উন্নতি ঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়। তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে, এই পরিকল্পনায় কৃষি কিছুটা অবহেলিত হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষির উন্নতি সন্তোষজনক ছিল না। খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 8.05 কোটি টন। বাস্তবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল 7.93 কোটি টন। কৃষির মোট উৎপাদন অথবা খাদ্যশস্যের উৎপাদন কোনোটিতেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি।